Sanatan Dharma

সৎ - সঙ্গ

যিনি সত্যকে জানিয়া - সত্যের ধ্যান ,জ্ঞান এবং সত্য লাভের আচরণ এবং যিনি নিজের জীবনকে সত্য মার্গে শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিচালনা করিয়াছেন তাহাকেই শাস্ত্রে সৎ ব্যাক্তি বলিয়াছেন। এইরকম শাস্ত্রলক্ষন সম্পন্ন সৎ ব্যাক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র কথা বা ঈশ্বরতত্ত্ব কথা শ্রবণ করাকে উপদেশ বা শাস্ত্রীয় পরামর্শকে সৎ সঙ্গ বলে। শাস্ত্রীয় সৎ ব্যাক্তির স্বাত্তিক আলোচনা বা উপদেশ সূর্যের জ্যোতির মতন অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করে ইহা স্বাত্তিক আনন্দবর্ধক , বিচারবর্ধক , জ্ঞানবর্ধক , বুদ্ধি ও বিবেকবর্ধক। সৎ ব্যাক্তি যদি উপদেশ নাও দেয় তবুও তাঁর সঙ্গে সঙ্গলাভের দ্বারা বহু সৎ কর্মের শিক্ষা লাভ হয়। অথবা যে কোনো বিষয়ের কার্যস্থলে বা কাজ করতে করতে সৎ ব্যাক্তির সাথে যে কথা বার্তা হয় সেগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ থাকে। অর্থাৎ, সৎ ব্যাক্তি বা প্রকৃত সাধু সঙ্গ কার্যবশে হোক বা মৌনবশেই হোক আর উপদেশ বশেই আত্মউন্নতির পথে সর্বদা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনই মনুষ্যগুণের বন্ধন এবং মোক্ষ এর কারণ। কামনা ও আসক্তি যুক্ত মনই বন্ধনের কারক হয়। আর নিষ্কাম ও নিরাশক্তি মোক্ষের কারক হয়। সৎ ব্যাক্তির বা প্রকৃত সাধুব্যাক্তির উপদেশ বা সঙ্গ নিরাশক্তি ও নিষ্কাম হবার প্রেরণা দেয়। তাই সৎ সঙ্গ ব্যাতিত মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই। তাই আত্মউন্নতিতে আগ্রহবান ব্যাক্তি সযত্নে সর্বদা সৎসঙ্গ লাভের চেষ্টা করিবে।জীবনে যখনই সময় হইবে সৎ সঙ্গ বা সাধুসঙ্গ করা উচিত নিজের আত্মউন্নতির জন্য।

Published on: Jan, 31 2023 09:41